যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ৪৮৫

১/ বিবিধ

আরবী

من خاف الله خوف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله خوفه الله من كل شيء
منكر

رواه القضاعي (36 / 2) عن عامر بن المبارك العلاف قال: أخبرنا سليمان بن عمرو عن إبراهيم بن أبي علقمة عن واثلة بن الأسقع مرفوعا
قلت: وهذا سند ضعيف، لم أعرف أحدا من رجاله غير سليمان بن عمرو، وأظنه سليمان بن أبي سليمان واسمه فيروز ويقال: عمرو أبو إسحاق الشيباني مولاهم الكوفي وهو ثقة
ثم تكشفت لي ـ والحمد لله ـ علة الحديث، فقد رجعت إلى ترجمة إبراهيم بن أبي عبلة من " تهذيب الكمال "، فوجدته قد ذكر في الرواة عنه سليمان بن وهب، فألقي في النفس: العلة سليمان بن عمرو هذا، فرجعت إلى " اللسان " فوجدت فيه ما نصه:
سليمان بن وهب النخعي، أخرج أبو الفضل بن طاهر في الكلام على أحاديث الشهاب من طريق يحيى بن عثمان بن صالح عن سليمان بن وهب عن إبراهيم بن أبي عبلة عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء رضي الله عنه رفعه: فذكر حديثا ... قال ابن طاهر: سليمان بن وهب هو النخعي، ووهب جده، وهو سليمان بن عمرو
، وقد تقدم
قلت: فتبين لي أن سليمان بن عمرو هذا هو النخعي، وهو كذاب وضاع مشهور بذلك، وقد تقدمت له أحاديث، فراجع " فهرست الرواة " في آخر المجلد

ولعل من التساهل أيضا قول السخاوي في " المقاصد " بعد أن ذكره من حديث واثلة والحسين بن علي وابن مسعود: وفي الباب عن علي، وبعضها يقوي بعضا
وذلك لأن حديث واثلة وابن مسعود لا يجوز الاستشهاد بها، لشدة ضعفها، وحديث الحسين وعلي لم يذكر من حال إسنادهما ما يمكن أن يقوى أحدهما بالآخر
والحديث ذكره المنذري في " الترغيب " (4 / 141) من رواية أبي الشيخ في " الثواب "، ثم قال: ورفعه منكر
وكذلك ذكره الحافظ العراقي في " تخريج الإحياء " (2 / 128) وزاد
وللعقيلي في " الضعفاء " نحوه من حديث أبي هريرة، وكلاهما منكر
قالت: فيه تساهل واضح، فإن في إسناد هذا كذابا أيضا، كما سيأتي بيانه برقم (4544)

বাংলা

৪৮৫। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার থেকে সব কিছুকেই ভয় পাইয়ে দিবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করল না, আল্লাহ তাকে সব কিছু হতে ভয় পাইয়ে দিবেন।

হাদীসটি মুনকার।

এটি কাযাঈ (২/৩৬) আমের ইবনুল মুবারাক আল-আল্লাফ সূত্রে সুলায়মান ইবনু আমর হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ হাদীসটির সনদ দুর্বল। সুলায়মান ইবনু আমর ছাড়া সনদটির অন্য কোন বর্ণনাকারীকে চিনি না। আমার ধারণা তিনি হচ্ছেন সুলায়মান ইবনু আবী সুলায়মান, তার নাম ফিরোয। তাকে বলা হয় আমর আবু ইসহাক শায়বানী, তিনি নির্ভরযোগ্য।

অতঃপর আমার নিকট “তাহযীবুল কামাল" এবং “আল-লিসান” গ্রন্থ দেখার পর যখন স্পষ্ট হয়েছে যে, এ সুলায়মান হচ্ছেন সুলায়মান ইবনু ওয়াহাব আন-নাখ’ঈ, তখনই আমার অন্তরে উদয় হয়েছে যে, এ সুলায়মান ইবনু আমরই হচ্ছেন হাদীসটির সমস্যা। ইবনু তাহের বলেনঃ তার দাদা হচ্ছেন ওয়াহাব আর তিনি হচ্ছেন সুলায়মান ইবনু আমর। ফলে আমার নিকট সুস্পষ্ট হয়েছে যে, এ সুলায়মান হচ্ছেন মিথ্যুকু, প্রসিদ্ধ জালকারী। তার কয়েকটি হাদীস পূর্বেও আলোচিত হয়েছে।

হাদীসটি মুনযেরী “আত-তারগীব” গ্রন্থে (৪/১৪১) আবুশ শায়খের বর্ণনা উল্লেখ করে বলেছেনঃ হাদীসটি মারফু হিসাবে মুনকার। অনুরূপভাবে হাফিয ইরাকী “তাখরাজুল ইহইয়া” গ্রন্থে (২/১২৮) উল্লেখ করে বলেছেনঃ

উকায়লীর "আয-যুয়াফা" গ্রন্থে অনুরূপভাবে আবু হুরাইরাহ (রাঃ)-এর হাদীসেও এসেছে। কিন্তু দুটি হাদীসই মুনকার।

আমি (আলবানী) বলছিঃ তার কথার মধ্যে শিথিলতা স্পষ্ট কারণ এটির সনদেও মিথ্যুক বর্ণনাকারী রয়েছেন যার সম্পর্কে ৪৫৪৪ নং হাদীসের আলোচনায় আসবে।

হাদিসের মান: মুনকার (সহীহ হাদীসের বিপরীত) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=68070

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন